সংবাদ

তারিখ ... 3 0 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ধানমণ্ডি শাখা -সংবাদ

শিক্ষিকার নির্যাতনে জ্ঞান হারিয়েছে ছাত্র

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর অভিজাত ইংরেজি মাধ্যমের ম্যাপললিফ স্কুলে শিক্ষিকার নির্মম নির্যাতনে জ্ঞান হারিয়েছে এক ছাত্র। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা এখন আশঙ্কাজনক।

গত মঙ্গল ও বুধবার ধানমণ্ডি ১১/এ রোডের ৮৮ নম্বর বাড়িতে অবস্থিত ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে এ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। তদন্তে নির্যাতনের প্রমাণ মিললে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করে ও নির্যাতনের শিকার ছাত্রের চিকিৎসা ব্যয় বহন করবে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

নির্যাতনের শিকার ছাত্রের নাম ফাহিম হোসেন অনিক। সে ম্যাপললিফের স্ট্যান্ডার্ড ট্'র ছাত্র। অভিযুক্ত শিক্ষক হলেন আফসানা আহমেদ। দফায় দফায় তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে ফাহিমের বাবা-মা বিস্তারিত তথ্য জানাতে চাইছেন না। দায়িত্বশীল

ছাত্র : পৃ: ২ ক: ৫

ছাত্র জ্ঞান হারিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায়, সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুললে ফাহিমকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হতে পারে এই আশঙ্কা করছেন তারা। একইভাবে ফাহিমের নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে ম্যাপললিফ কর্তৃপক্ষও মুখ খুলছেন না। তারা বলার চেষ্টা করছেন 'ফাহিম অসুস্থ ছিল'।

স্কুলটি সম্পর্কে জানা যায়, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ১০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখাই ধানমণ্ডির বিভিন্ন রোডে অবস্থিত। স্কুলে প্লে গ্রুপ থেকে এ লেভেল পর্যন্ত পড়ানো যায়। স্কুলের লিখিত নিয়ম অনুযায়ী কোন ছাত্রকে মারধর করা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জানা যায়, ধানমণ্ডি ১১/এ রোডের ৮৮ নম্বর বাড়িতে অবস্থিত ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের যে শাখাটি রয়েছে সেখানে শুধু স্ট্যান্ডার্ড ট্'র ক্লাস হয়। সকাল ৮টায় স্কুল শুরু হয়ে ছুটি হয় বেলা ১টা ১০ মিনিটে। অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার ফাহিম স্কুলে যায় এবং ক্লাস করতে থাকে। ক্লাস চলাকালে তার আচরণে বিরক্ত হয়ে ক্লাস শিক্ষক আফসানা আহমেদ তাকে মারধর করে। এ মারধরের বিষয়টি স্কুল ছুটি হলে ফাহিম তার বাবা-মাকে জানায়।

ফাহিমের মা জানান, মঙ্গলবারের বিষয়টি তিনি তার সন্তানের ত্রুটি হিসেবেই দেখেছিলেন; কিন্তু বুধবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং শিক্ষকের নির্যাতনে ফাহিম জ্ঞানও হারায়। বুধবারের এ ঘটনার পর ফাহিমকে তার স্কুল থেকে উদ্ধার করে গ্রীন রোডের সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে ফাহিমকে ধানমণ্ডি ১২ নম্বর রোডের বাসায় নেয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুলের শিক্ষকদের অনেকেই বিষয়টি জানেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্কুলের এক আয়া জানায়, ফাহিম জ্ঞান হারায় বেলা ১টার দিকে। জ্ঞান হারানোর পর তার বাবা-মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিস কাশ্মির সঙ্গে ৩ দফা যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রথমবার তিনি বিষয়টি জানেন না বলে জানান। পরে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আপনি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেন। তিনি এ প্রতিবেদকের মোবাইল ফোন নম্বর নিয়ে বলেন, আপনার নম্বরটি আমি স্কুলের প্রিন্সিপালকে দিয়ে দেব, তিনিই আপনাকে ফোন করবেন। বিকেলে শেষবারের মতো কাশ্মির সঙ্গে কথা বলার পর সন্ধ্যায় তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে মোবাইল ফোন আর খোলা পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে ফাহিম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আবারও সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেয়া হয়।